মায়া নদী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রিজের ওপরে ট্রেন, লোহার ঝঙ্কার শুনে আচমকা
জেগে উঠি আমি
নিচে এক নদী, ঠিক নদী নাকি?
নীল জোৎস্নায় ভেসে বয়ে যাচ্ছে কোন স্বর্গলোকে?
মনে হয় অলৌকিক, মায়া নদী, আসলে সে নেই
অথচ সেতুটি মায়া নয়। খুবই সত্য, দৃঢ় অস্তিত্ব মুখর
তা হলে নদীও আছে, ছল ছল শব্দ জেগে আছে
ট্রেনে এত মৃদুগতি, যেন তার স্বপ্ন এই নদী
এ স্বপ্ন যেন না ভাঙে, ওকে আরও ঘুম দিতে হবে।
আমার চোখের থেকে কিছু ঘুম আমি সেই নদীটিকে দিই
তাও কি যথেষ্ট, আরও চাই, দীর্ঘ এক ঘুমময় স্রোত
আমার পাশে যে নারী, তার চোখ থেকে কিছু
ঘুম নিতে পারি
কামরার আরও কত ঢুলুঢুলু চক্ষু, দাও
কিছু কিছু ঘুম তুলে দাও
সবাই অঞ্জলি দিলো, এখন নদীটি আহা গভীর বিভোর!

কাকতাড়ুয়া

সূজন ভট্টাচার্য

তিন ফসলিতে পা পোঁতা আছে
দু'হাত আকাশে টান
দিগন্ত জোড়া মুখের আদল
আহ্লাদে আটখান

হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ
আর পায়ের তলায় কাঁপন
মাথা তাক করে গুলি ছুটে যায়
স্তব্ধ জীবন যাপন।

চলতি কা নাম গাড়ীর চাকায়
মাটির গভীরে দাগ
ছিটানো খইয়ে জানাজা সফর—
কাকতাড়ুয়ারা ভাগ।

গাজন

শম্ভু ভট্টাচার্য

শিব হে
আমি আটচালার টঙ্ হতে বঁটিতে ঝাঁপ দেব
আমি বানফোঁড়া হয়ে দেখব সংক্রান্তির আক
আমার পিঠে বঁড়শি গাঁথা হবে
আমি কালচক্রে যুঝে নেব অষ্টদিকপাল

শিব হে
আমি ফার্নেশের লোহার মতন গলে যাব
গোপন ব্লাস্টে বিগ ব্যাং উড়ে যাবে
আমার হাড় - মজ্জা - মাস

শিব হে
আমি অগ্নিস্রোত হব
আগুনের নদী

শিব হে